ছাত্রলীগের ‘নেতৃত্বে’ শিক্ষক-কর্মকর্তারা

সিলেট ব্যুরো
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:৩৪

advertisement

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সিকৃবি) ছাত্রলীগের নেতৃত্ব অধ্যাপক আর প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে। ২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ২০১২ সালে গঠন করা ছাত্রলীগের প্রথম কমিটির সদস্যদের বেশিরভাগই পড়াশোনার পাট চুকিয়ে ক্যাম্পাস ছেড়েছেন। সাধারণ সম্পাদকসহ অল্প কজন ক্যাম্পাসে টিকে আছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে। তারাই চালাচ্ছেন সিকৃবি ছাত্রলীগ। হবে, হচ্ছে করে সাত বছরেও নতুন কমিটি না হওয়ায় হতাশ কর্মীরা।

২০১২ সালে দুই সদস্যের সিকৃবি ছাত্রলীগের প্রথম কমিটির অনুমোদন দেন ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম। কমিটিতে সভাপতি হিসেবে শামিম মোল্লা ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঋত্বিক দেব মনোনীত হন। ২০১৩ সালের জুনে গঠন করা হয় ১২১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি। সঙ্গে হলের চারটি

কমিটিও ঘোষণা করা হয়।

এ কমিটির সভাপতি পড়াশোনা শেষ করে চাকরি করছেন। প্রতিপক্ষ গ্রুপের কাছে অবাঞ্ছিত হওয়ায় তাকে দেখা যায় না ক্যাম্পাসে। ১৭ জন সহসভাপতির সবাই রাজনীতি ছেড়ে চাকরি কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হয়েছেন। সহসভাপতিদের মধ্যে কামরুল হাসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকশন অফিসার হিসেবে কর্মরত। দেবর্ষী ভট্টাচার্য অর্জুন বিশ্ববিদ্যালয়েরই মৎস্য, প্রযুক্তি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। জাহের আহমদ কীটতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। রাফাত আল ফয়সাল কৃষিতত্ত্ব ও হাওর বিভাগের প্রভাষক। সাধারণ সম্পাদক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা। সাতজন

যুগ্ম সম্পাদকের মধ্যে গৌতম পাল বিসিএস ক্যাডার, সৌরভ ব্রত দাস ছাত্র কল্যাণ কর্মকর্তা, শিপলু রয় সেকশন অফিসার হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। সাতজন সাংগঠনিক সম্পাদকের মধ্যে সুদীপ্ত আহমদ শুভ চাকরিজীবী, অপু সরকার শিক্ষক এবং বাকিরাও বিভিন্ন চাকরি বা ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত।

অর্থ সম্পাদক সোহানুর রাহমান সোহান বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষা ও পাঠচক্র সম্পাদক হাবিবুর রহমান রাজু বিশ্ববদ্যালয়ে অডিট কর্মকর্তা, গ্রন্থনা ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম রাজিব বিশ্বিবদ্যালয়ে প্রশাসনিক ভবনে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত।

নেতারা নিজেদের আখের নিয়ে ব্যস্ত থাকায় পরিচয়হীন কর্মীরা ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। নেতৃত্বপ্রত্যাশীরা মেয়াদোত্তীর্ণ সভাপতি ও সেক্রেটারির নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে অনাগ্রহ দেখান। সেক্রেটারি ঋত্বিক দেবকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে যুগ্ম সম্পাদক শিপলু রয়ের গ্রুপ।একই ভাবে সভাপতিও নিজ গ্রুপ দ্বারাই ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত হন।

দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসের রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্মীদের নতুন নেতৃত্বের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন করার উদ্যোগ নেয় তৎকালীন সোহাগ-জাকির কমিটি। ২০১৮ সালের ৪ মার্চ সম্মেলনের তারিখে সম্মেলন না করে কর্মিসভার মাধ্যমে নেতাকর্মীদের কাছ থেকে জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হয়। এর পর নতুন কমিটি নিয়ে আর কোনো খবর আসেনি।

মূল নেতৃত্ব না থাকায় ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালন হচ্ছে না। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত কর্মীরা কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে নিজেরাই বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। এতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীরা ঝিমিয়ে পড়ছেন বলে মনে করেন সিকৃবি প্রথম কমিটির সদস্য আলমগীর হোসেন।

এ বিষয়ে সিকৃবি ছাত্রলীগের প্রথম কমিটির সভাপতি শামিম মোল্লা বলেন, নতুন কমিটি না আসাটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরাও নতুন কমিটি চেয়েছি। ২০১৮ সালে কর্মিসভা করে সিভি সংগ্রহ করা হয়, সম্মেলনে বিদায়ি সভাপতি হিসেবে ভাষণও দিই। কিন্তু কেন নতুন কমিটি আসেনি, সেটা কেন্দ্র বলতে পারবে।